যায়যায়দিন

তারিখ 16 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

মাদ্রাসায় বাধ্যতামূলক হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন

এম মামুন হোসেন

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে মাদ্রাসায় দাখিলস্তরে ২০০ নাম্বারের বাংলা ও ইংরেজি বিষয় ছাড়াও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য পদার্থ ও রসায়ন বিষয়ে পাঠ বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। পদার্থ ও রসায়ন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য এতদিন ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বাধ্যতামূলক না থাকায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ পেত না।

২০১৩ সাল থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ২০০ নাম্বারের বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে পড়ার সুযোগ পাবে বলে জানান মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান আবদুর নূর। তিনি বলেন, আগামী শিক্ষাবর্ষেই এই বিষয়গুলোকে মাদ্রাসার মাধ্যমিকস্তরের কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে বিজ্ঞানের এসব বিষয় পাঠ না করে শিক্ষার্থীরা বারবার উচ্চতর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলেও জানান তিনি। তিনি আশা করেন, নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী দাখিল ও আলিম পরীক্ষা হলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা আর বঞ্চিত হবে না।

জানা গেছে, নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী দাখিল ও আলিম ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীতে মাদ্রাসার সিলেবাস পরিবর্তন করা হচ্ছে। একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা চালুর অংশ হিসেবে এরমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে মাদ্রাসার সবস্তরে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, সাধারণ বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে মোট ৬টি বিষয় চালু হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বাধ্যতামূলক : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

বাধ্যতামূলক : মাদ্রাসায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগীকরণ, মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ওই আদেশ জারি হয়। প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে দাখিল ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীতে বাংলা (প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র) ও ইংরেজি (প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র) বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ ১৫০ নাম্বার নির্ধারণ করা হবে। আবশ্যিক নাম্বার হবে ৬৫০। আরবি ও ইসলামি বিষয়গুলোর নাম্বার অপরিবর্তিত থাকবে। শিক্ষার্থীরা ১২০০ নাম্বারের পাঠ গ্রহণ করবে।

দাখিল নবম-দশম শ্রেণীতে সাধারণ শিক্ষার নবম-দশম শ্রেণীর অনুরূপ বাংলা (প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র) ও ইংরেজি (প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র) বিষয়ে ২০০ নাম্বার নির্ধারিত হবে। আবশ্যিক নাম্বার হবে ৭০০। আরবি ও ইসলামি বিষয়ে ৫০০ নাম্বার অপরিবর্তিত থাকবে এবং ঐচ্ছিক বিষয়ের ১০০ নাম্বারসহ সর্বমোট ১৩০০ নাম্বারে পরীক্ষা হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বর্ণিত মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে আবশ্যিক বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ এনসিটিবি ও মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ দ্বারা মাদ্রাসা শিক্ষার উপযোগী করে পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালে মাদ্রাসায় নবম শ্রেণীতে ও ২০১৪ সালে দশম শ্রেণীতে ২০০ নাম্বারের বাংলা ও ইংরেজি কোর্স চালু হচ্ছে। এসব শিক্ষার্থীরা ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য দাখিল পরীক্ষায় ২০০ নাম্বারের বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। ২০১৭ সালে আলিম পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নাম্বারের পরীক্ষা চালু করা হবে। বর্তমানে মাদ্রাসায় দাখিল ও আলিমে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ১০০ নাম্বারের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে ২০১৩ সাল থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যক্রম চালুর লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) যৌথভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করছে। মাদ্রাসা স্তরে আলিম হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) সমমান। দাখিল পাস করা শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০ নাম্বারের পাঠ গ্রহণের অজুহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে অযোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় নির্বাচিত হলেও তাদের বাদ দেয়া হচ্ছিল বছরের পর বছর। অপরদিকে, পদার্থ ও রসায়ন এতদিন মাদ্রাসা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় ছিল। ফলে শিক্ষার্থীরা মেডিকেল ও বুয়েটে ভর্তি হতে পারত না। ২০১৩ সাল থেকে সাধারণ স্কুলের মত মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা দাখিল থেকে পদার্থ ও রসায়ন বিষয়ে পাঠগ্রহণ করবে এবং তারা ২০১৭ সালে আলিম পরীক্ষায় ২০০ নাম্বারের পদার্থ ও রসায়ন পরীক্ষায় অংশ নেবে।

এ প্রসঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ডের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ শেখ আবু জাফর আহমেদ বলেন, মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার সিলেবাসের মধ্যকার এখন পর্যন্ত অনেক পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্য নিরসনে এখন কাজ চলছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, এই পার্থক্য দূর করা গেলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা আর উন্নত ও উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না।